



ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩

৩ ডিসেম্বর ২০২৪

- 'সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ' টিআইবি'র একটি অন্যতম প্রধান গবেষণা কার্যক্রম। ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত দশটি খানা জরিপ সম্পন্ন - ১৯৯৭, ২০০২, ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১ এবং ২০২৩
- টিআইবি'র পূর্ববর্তী জরিপ ও গণমাধ্যমের তথ্য মতে বাংলাদেশে সেবাখাতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় দুর্নীতি বিরাজমান
- সেবাখাতে দুর্নীতি ও ঘুষ লেনদেন সাধারণ জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ও সেবাখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়; তাই নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা জানা এবং তদনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্য ১৬.৫-এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল পর্যায়ে দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনার অঙ্গীকার

প্রধান উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের খানাগুলোর সেবা গ্রহণে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে খানাগুলো কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা
- বিভিন্ন খাত, উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলো যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা
- খানাগুলোর আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা বিশ্লেষণ করা
- দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা

তথ্যের সময়কাল ও তথ্য সংগ্রহের সময়

- সেবাখাতে দুর্নীতি বিষয়ক তথ্যের বিবেচ্য সময়: মে ২০২৩ - এপ্রিল ২০২৪
- জরিপ পরিচালনা: ১৩ মে ২০২৪ - ০৩ আগস্ট ২০২৪

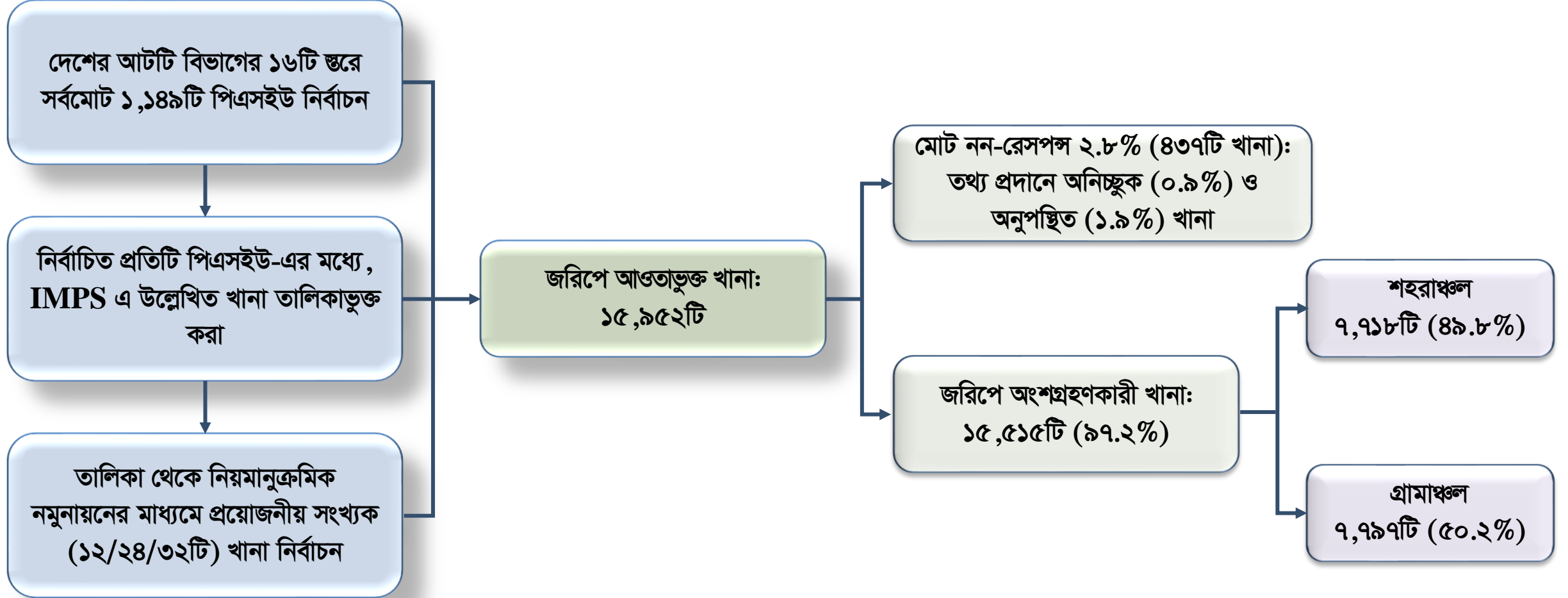
- জরিপে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণে খানার সদস্যদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ
- জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা: ‘ব্যক্তিস্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার’
- দুর্নীতির আওতা: সেবা নিতে গিয়ে সাধারণ জনগণ যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়
 - ঘুষ
 - জোরপূর্বক অর্থ আদায়
 - আত্মসাৎ
 - প্রতারণা
 - দায়িত্বে অবহেলা
 - স্বজনপ্রীতি ও প্রভাব বিস্তার
- জরিপে ব্যবহৃত ঘুষের সংজ্ঞা: ‘স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া’

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাত/সেবা

১. শিক্ষা	১০. বিআরটিএ
২. স্বাস্থ্য	১১. কর ও শুল্ক
৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১২. এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)
৪. ভূমি সেবা	১৩. পাসপোর্ট
৫. কৃষি	১৪. বীমা
৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	১৫. গ্যাস
৭. বিচারিক সেবা	১৬. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা
৮. বিদ্যুৎ	১৭. জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)
৯. ব্যাংকিং	১৮. অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, অনলাইন শপিং, সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে ইত্যাদি)

- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রণীত **Integrated Multi-Purpose Sampling (IMPS)**-ব্যবহার করে দুই পর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন (**Two Stage Stratified Cluster Sampling**) পদ্ধতিতে জরিপের নমুনায়ন
 - প্রথম পর্যায়: দেশের আটটি বিভাগকে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের ভিত্তিতে ১৬টি স্তরে বিভাজন করে সমান সংখ্যক নমুনা পাওয়ার লক্ষ্যে **IMPS** ব্যবহার করে প্রতিটি স্তর থেকে ৩১-৮৩টি **Primary Sampling Unit (PSU)** দৈবচয়ন পদ্ধতিতে সর্বমোট ১,১৪৯টি 'পিএসইউ' নির্বাচন
 - দ্বিতীয় পর্যায়: নির্বাচিত প্রতিটি পিএসইউ-এর মধ্যে **IMPS** এ উল্লেখিত খানাসমূহকে তালিকাভুক্ত (**Listing**) করা; তালিকা থেকে নিয়মানুক্রমিক দৈবচয়নের (**Systematic Random Sampling**) মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খানা নির্বাচন; প্রযোজ্যক্ষেত্রে ১২/২৪/৩২টি খানা নির্বাচন
- জরিপে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানিক ভর (**Weight**) ব্যবহার করা

জরিপের নমুনায়ন পদ্ধতি...



- আটটি বিভাগের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে এ নমুনায়ন সমগ্র দেশের ও বিভাগভিত্তিক প্রতিনিধিত্বশীলতা এবং জরিপের সংখ্যাাত্ত্বিক উৎকর্ষের মান নিশ্চিত করে

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন

b

বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট খানা
ঢাকা	৯৫৭	৮৯৯*	১,৮৫৬
চট্টগ্রাম	৯৭১	৯৫৯	১,৯৩০
রাজশাহী	৯৬৯	৯৬১	১,৯৩০
খুলনা	৯৭৮	৯৭৩	১,৯৫১
বরিশাল	৯৬৯	৯৭৫	১,৯৪৪
রংপুর	৯৯০	৯৯৫	১,৯৮৫
সিলেট	৯৮৮	৯৮৫	১,৯৭৩
ময়মনসিংহ	৯৭৫	৯৭১	১,৯৪৬
মোট খানা	৭,৭৯৭	৭,৭১৮	১৫,৫১৫

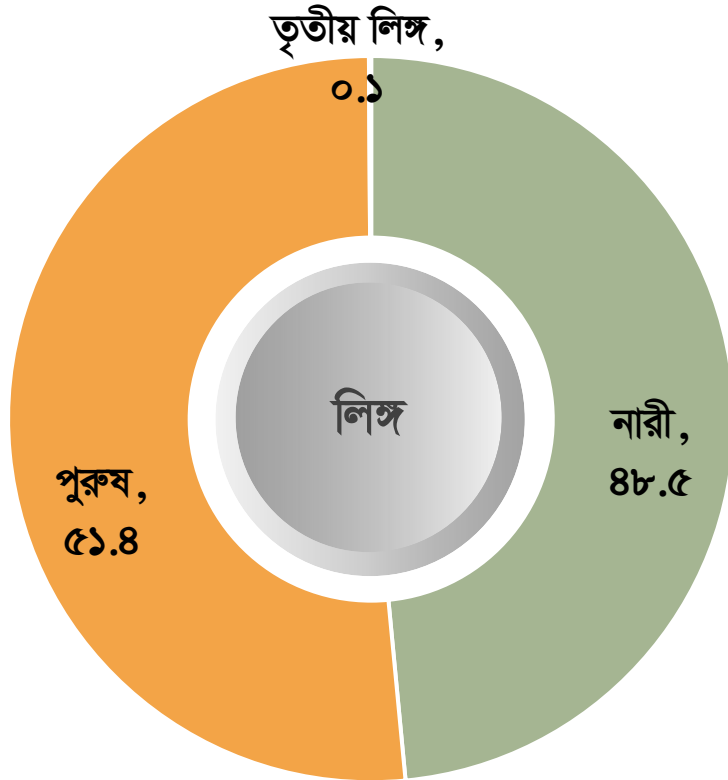
*স্থানীয় কাউন্সিলর ও রাজনৈতিক কর্মী কর্তৃক তথ্য সংগ্রহে বাধা দেওয়ার কারণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৭ ও ৪৬ নং ওয়ার্ডের ২টি পিএসইউতে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি

জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

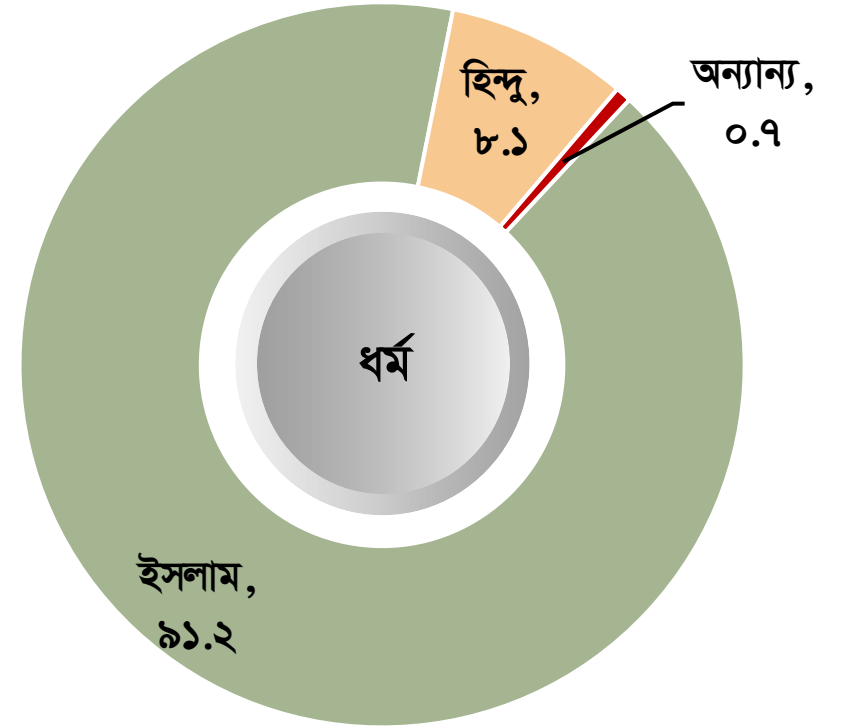
- জরিপের পরিকল্পনা ও বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছয়জন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ; জরিপের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ টিআইবি'র গবেষকদের দ্বারা সম্পন্ন
- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কমপক্ষে স্নাতক এবং জরিপকাজে অভিজ্ঞ ১০৮ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী, ২৭ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক এবং ৫ জন 'কোয়ালিটি কন্ট্রোলার' নিয়োগ
- তথ্য সংগ্রহকারী, মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও 'কোয়ালিটি কন্ট্রোলার'দের ১৩ দিনব্যাপি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান; খসড়া প্রশ্নপত্রের ওপর 'ফিল্ড টেস্ট' সম্পন্ন; ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে জরিপের প্রশ্নমালা চূড়ান্তকরণ
- তথ্য সংগ্রহের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম **KoboToolbox** ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং টিআইবি'র **PACTApp**-এর সার্ভারে ডেটাবেজ সংরক্ষণ
- জরিপের সময় টিআইবি'র গবেষক কর্তৃক প্রতিটি তথ্য সংগ্রহকারী দলের খানা পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম তদারকি ও তত্ত্বাবধান
- জরিপকালীন পূরণকৃত প্রতিটি প্রশ্নপত্র টিআইবি'র 'ডেটা অ্যানালিস্ট'-এর মাধ্যমে যাচাই করে মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও 'কোয়ালিটি কন্ট্রোলার' কর্তৃক নির্ভুলতা নিশ্চিত করা

জরিপের ফলাফল

খানার সদস্যদের নারী-পুরুষের হার (%)

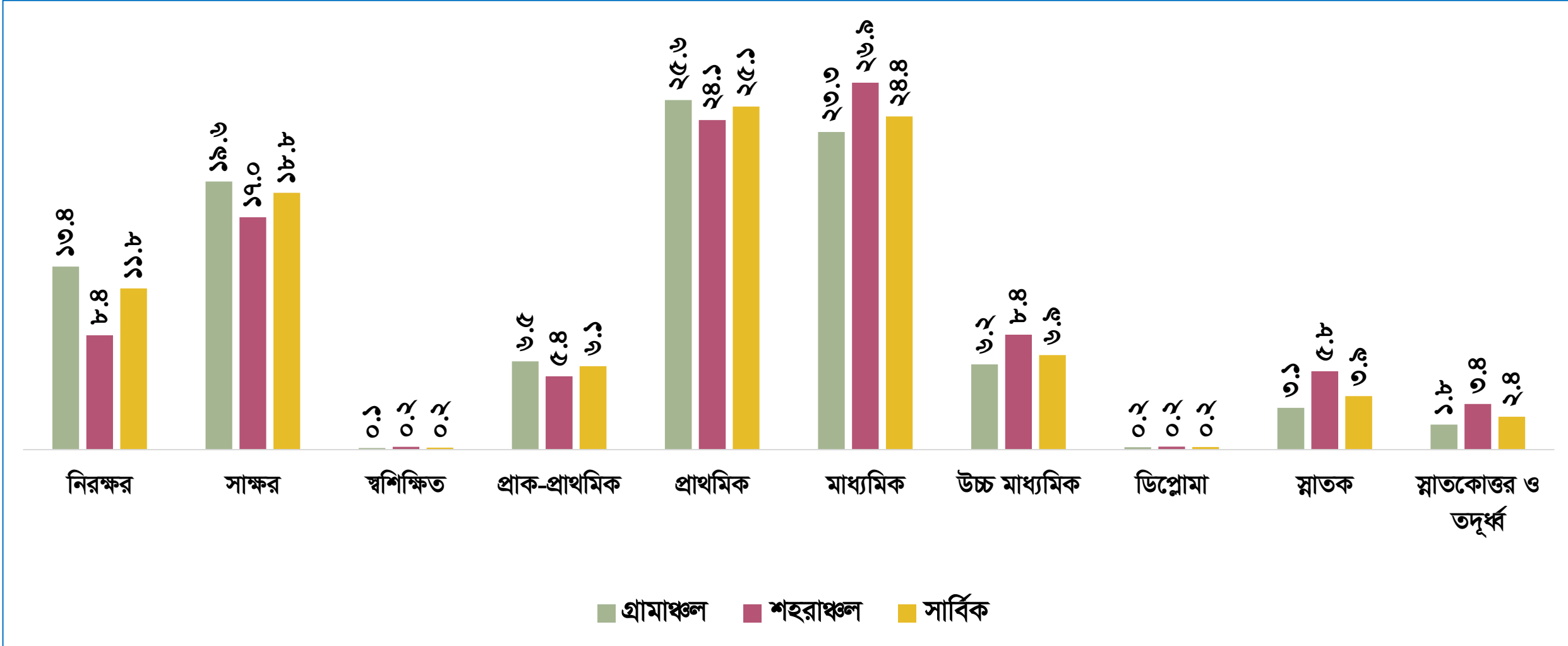


খানা প্রধানের ধর্ম (%)



নির্দেশক	খানা জরিপের ফলাফল (২০২৩)
খানা প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা	৪.৬ (গ্রামাঞ্চল ৪.৬; শহরাঞ্চল ৪.৫)
খানাপ্রধানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়	বাঙালি ৯৮.৬%; আদিবাসী ১.৪%
খানাপ্রধানের লিঙ্গ	নারী ৬.৮%; পুরুষ ৯৩.১%; তৃতীয় লিঙ্গ ০.১%
খানাপ্রধানের গড় বয়স	৪৭.০ বছর (নারী ৫০.৮ বছর; পুরুষ ৪৬.৭ বছর)
প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি আছে এমন খানার হার	৬.৪%
খানা প্রতি মাসিক গড় আয়	২৬,১৫৯ টাকা

খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)

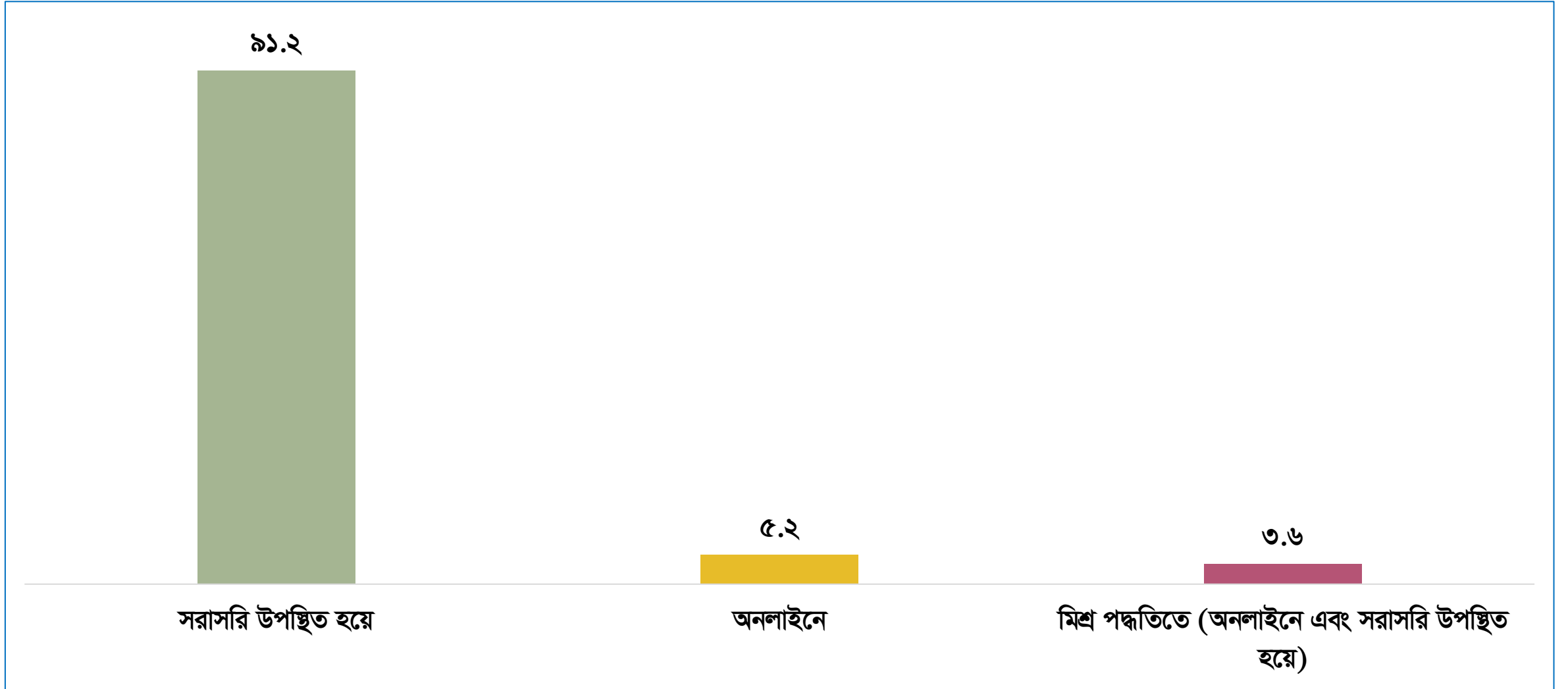


খানাপ্রধানের পেশা (%)

পেশা	নারী	পুরুষ	সার্বিক
কৃষি/মৎস্য চাষ	১.৯	২৫.০	২৩.৪
ব্যবসা	৬.৫	১৭.৮	১৭.০
বেসরকারি চাকরি	৪.৮	৯.৭	৯.৪
পরিবহন শ্রমিক	০.৩	৮.৬	৮.০
দিনমজুর	৩.৮	৮.২	৭.৯
মিস্ত্রি (রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি)	০.৩	৭.৩	৬.৮
প্রবাসী	০.৫	৬.২	৫.৮
গৃহিণী	৭০.৩	০.০	৫.০
বেকার	২.২	৫.৩	৪.৯
অবসরপ্রাপ্ত	২.০	৩.৭	৩.৬
জেলে/কামার/কুমার/তাঁতি/কুটির শিল্প/হস্তশিল্প/নাপিত/মুচি	০.৬	২.১	২.০
সরকারি চাকরি	০.৬	১.৪	১.৪
শিক্ষক	০.৪	১.২	১.১
অন্যান্য (ইমাম/পুরোহিত/দর্জি/শিক্ষার্থী/পরিচ্ছন্নতা কর্মী ইত্যাদি)	০.৮	০.২	০.৩
N	১,০৯৭	১৪,৩৫৩	১৫,৪৬২

নির্দেশক	খানা জরিপের ফলাফল (২০২৩)
লিঙ্গ	নারী ৪৪.৩%; পুরুষ ৫৫.৭%; তৃতীয় লিঙ্গ ০.০২%
নৃতাত্ত্বিক পরিচয়	বাঙালি ৯৮.৬%; আদিবাসী ১.৩%; হরিজন ০.১%
প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি	১.৪%

সেবা গ্রহণ পদ্ধতি* (%)



*সাতটি খাতের দশটি সম্পূর্ণ অনলাইন সেবার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

খাতভেদে সেবাহীতা খানার হার (%)

খাত/সেবা	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
সকল সেবাখাত	৯৭.৪	৯৫.৩	৯৬.৭
স্বাস্থ্য	৮১.৪	৮২.০	৮১.৬
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৮০.৭	৭১.৪	৭৭.৭
শিক্ষা	৬৮.৯	৬৫.৩	৬৭.৮
ব্যাংকিং	৬২.৮	৬৬.১	৬৩.৯
বিদ্যুৎ	৫৫.৮	৪৯.৪	৫৩.৭
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৫২.১	৪৭.০	৫০.৪
ভূমি সেবা	১৯.৩	১৬.৬	১৮.৪
কৃষি	১৮.৮	৭.৫	১৫.২
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	১৪.৪	১৪.৩	১৪.৪
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	১২.০	১৫.৪	১৩.১
বীমা	১১.৮	১২.১	১১.৯
পাসপোর্ট	৯.০	৯.৯	৯.৩
বিচারিক সেবা	৬.৫	৬.৬	৬.৫
বিআরটিএ	৩.০	৫.১	৩.৭
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	২.৭	২.১	২.৫
কর ও শুল্ক	১.৫	৪.০	২.৩
গ্যাস	০.৭	২.৪	১.৩
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, অনলাইন শপিং ইত্যাদি)	৬০.৩	৬০.৩	৬০.৩
N	৭,৭৯৭	৭,৭১৮	১৫,৫১৫

খাতভেদে সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)

১৮

খাত/সেবা	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
সকল সেবাখাত	৭১.৮	৬৯.০	৭০.৯
পাসপোর্ট	৮৮.৬	৮১.০	৮৬.০
বিআরটিএ	৮৪.০	৮৬.৬	৮৫.২
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৫.১	৭৩.৪	৭৪.৫
বিচারিক সেবা	৬৩.৪	৬০.১	৬২.৩
ভূমি সেবা	৫১.৫	৪৯.৮	৫১.০
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৪৯.৭	৪৭.৬	৪৯.১
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৩.৮	৪৫.১	৪৪.২
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৩৯.৯	৪৩.৪	৪১.০
গ্যাস	৫০.২	৩১.৪	৩৭.৭
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৩৩.৯	২৪.৭	৩১.৪
বিদ্যুৎ	২৬.৮	২৫.৫	২৬.৪
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	২৬.৬	২৪.৪	২৬.০
কৃষি	২৪.৬	২৪.১	২৪.৫
কর ও শুল্ক	১৪.৬	২০.৫	১৭.৯
বীমা	১৫.৫	১৭.৪	১৬.২
ব্যাংকিং	৯.১	৮.৭	৯.০
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৬.২	৭.০	৬.৫
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, অনলাইন শপিং ইত্যাদি)	৯.৪	১৪.৮	১১.১

খাতভেদে সেবা গ্রহণে ঘুষের* শিকার খানার হার (%)

খাত/সেবা	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
সকল সেবাখাত	৫২.৪	৪৭.৪	৫০.৮
পাসপোর্ট	৮০.৩	৬৪.৩	৭৪.৮
বিআরটিএ	৬৮.৭	৭৫.৭	৭১.৯
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫৯.৪	৫৬.৫	৫৮.৩
বিচারিক সেবা	৩৩.৮	৩৪.৬	৩৪.১
ভূমি সেবা	৩২.৯	৩১.০	৩২.৩
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩০.২	২৮.৮	২৯.৭
স্বাস্থ্য (সরকারি)	২০.৬	১৫.৯	১৯.১
গ্যাস	২৯.১	১০.৬	১৬.৭
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	১৫.৬	১৭.২	১৬.১
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	১৬.০	১২.২	১৪.৮
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৯.২	৬.০	৮.৩
কৃষি	৭.৫	৫.০	৭.১
বিদ্যুৎ	৬.১	৫.৩	৫.৮
কর ও শুল্ক	১.৭	২.৭	২.৩
বীমা	১.২	১.৩	১.২
ব্যাংকিং	০.৮	০.৫	০.৭
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	০.৫	০.৩	০.৫
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, অনলাইন শপিং ইত্যাদি)	১.৮	১.৯	১.৮

* ঘুষ বলতে বোঝানো হয়েছে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে দেওয়া নিয়মবহির্ভূত অর্থ

খাতভেদে সেবা গ্রহণে গড় ঘুষের পরিমাণ* (টাকা)

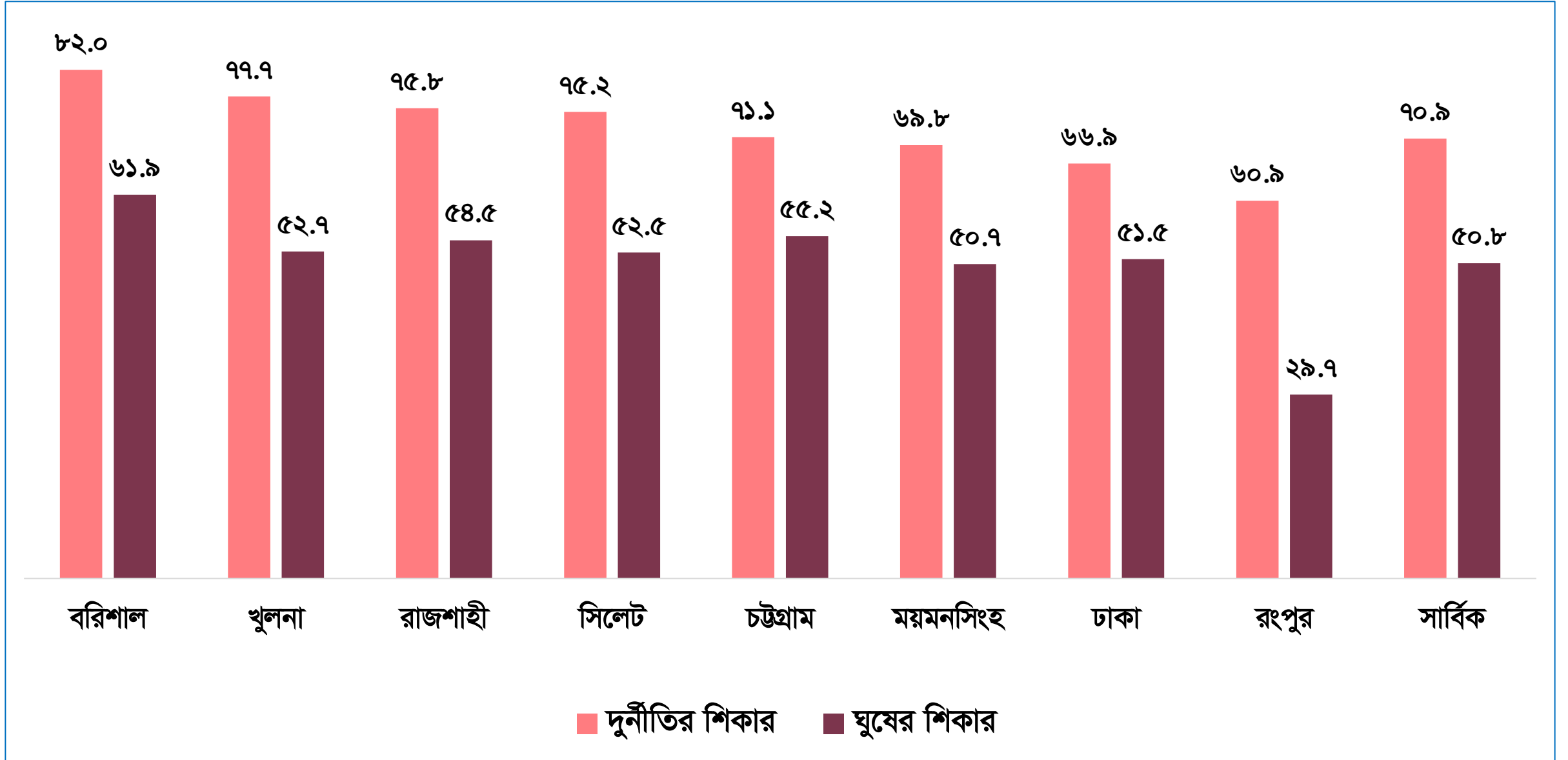
২০

খাত/সেবা	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
সকল সেবাখাত	৫,০৯০	৭,০৮৬	৫,৬৮০
বিচারিক সেবা	২৮,৮০৮	৩৫,১৯১	৩০,৯৭২
ভূমি সেবা	৯,৫৬৪	১৭,৪৭১	১১,৭৭৬
ব্যাংকিং	৬,৪৫১	৭,৪৬৩	৬,৬৮১
বিআরটিএ	৭,১৯৯	৬,০৭১	৬,৬৫৪
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫,৩৩০	৫,০৪০	৫,২২১
পাসপোর্ট	৪,৯৮৪	৪,৬৩১	৪,৮৭৯
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	**	**	৩,১৫১
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	২,৯৭৭	৩,২০৫	৩,০৫১
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	**	**	২,৬৫৬
বিদ্যুৎ	২,১৮৯	৩,০৯৪	২,৪৩১
কৃষি	১,৬৫৯	২,১৪১	১,৭১৩
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৭৭৫	১,১৫৭	৮৮৪
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৬৯৬	৭৫৬	৭১১
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৫৮১	৬৫৮	৬০০
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, অনলাইন শপিং ইত্যাদি)	২,৩৬৪	৩,০০৫	২,৫৭৮

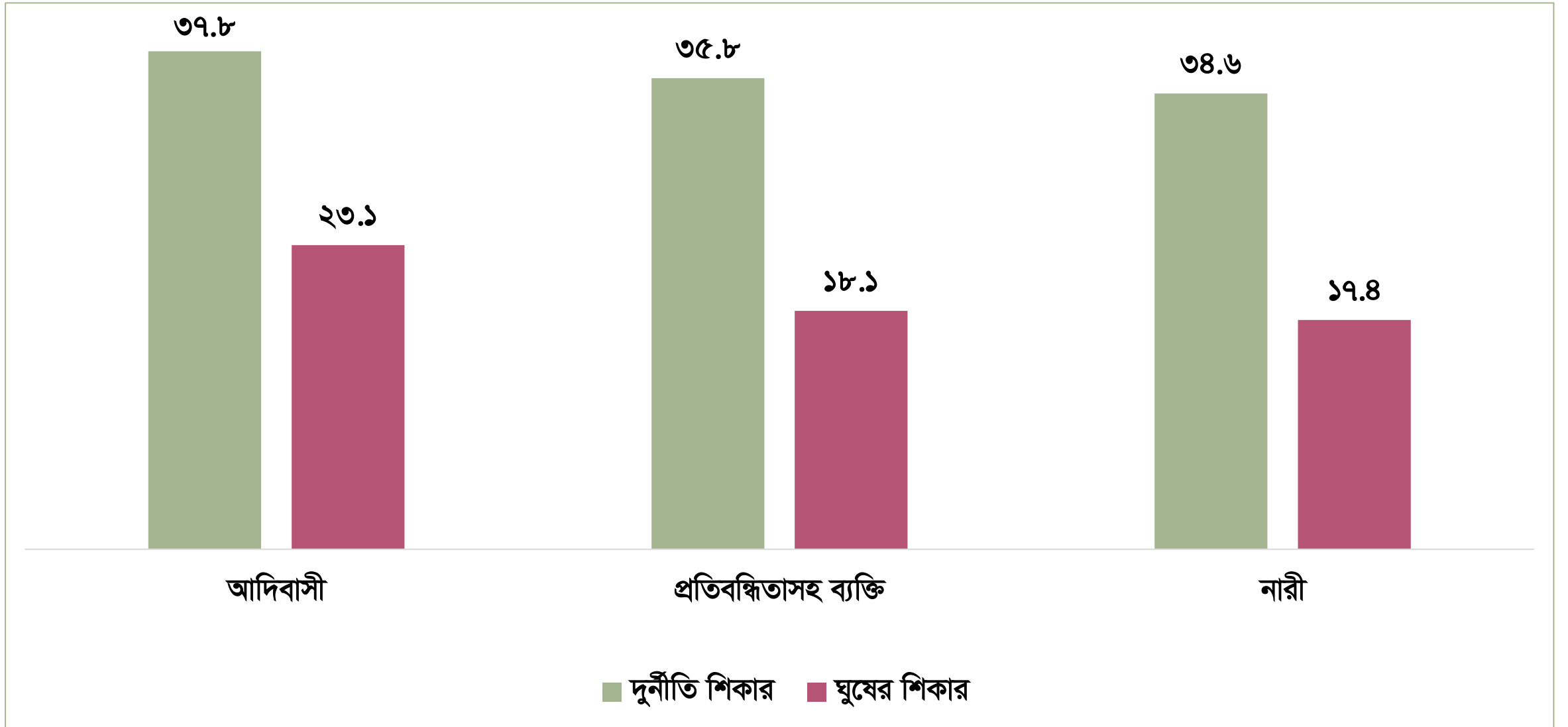
*ঘুষের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

**নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি

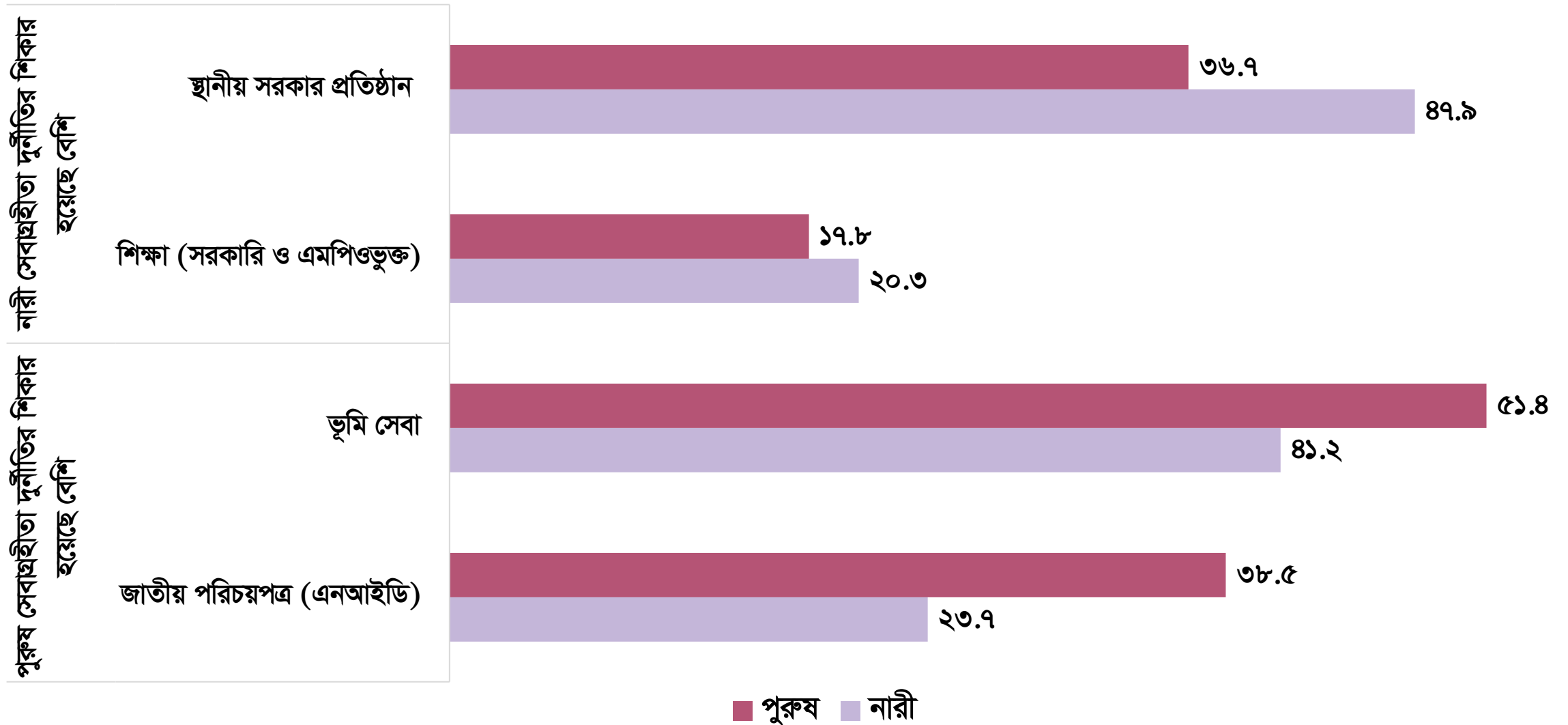
বিভাগভেদে দুর্নীতি এবং ঘুষের শিকার খানার হার (%)



সেবাহীনতা আদিবাসী, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও নারীর দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার (%) ২২

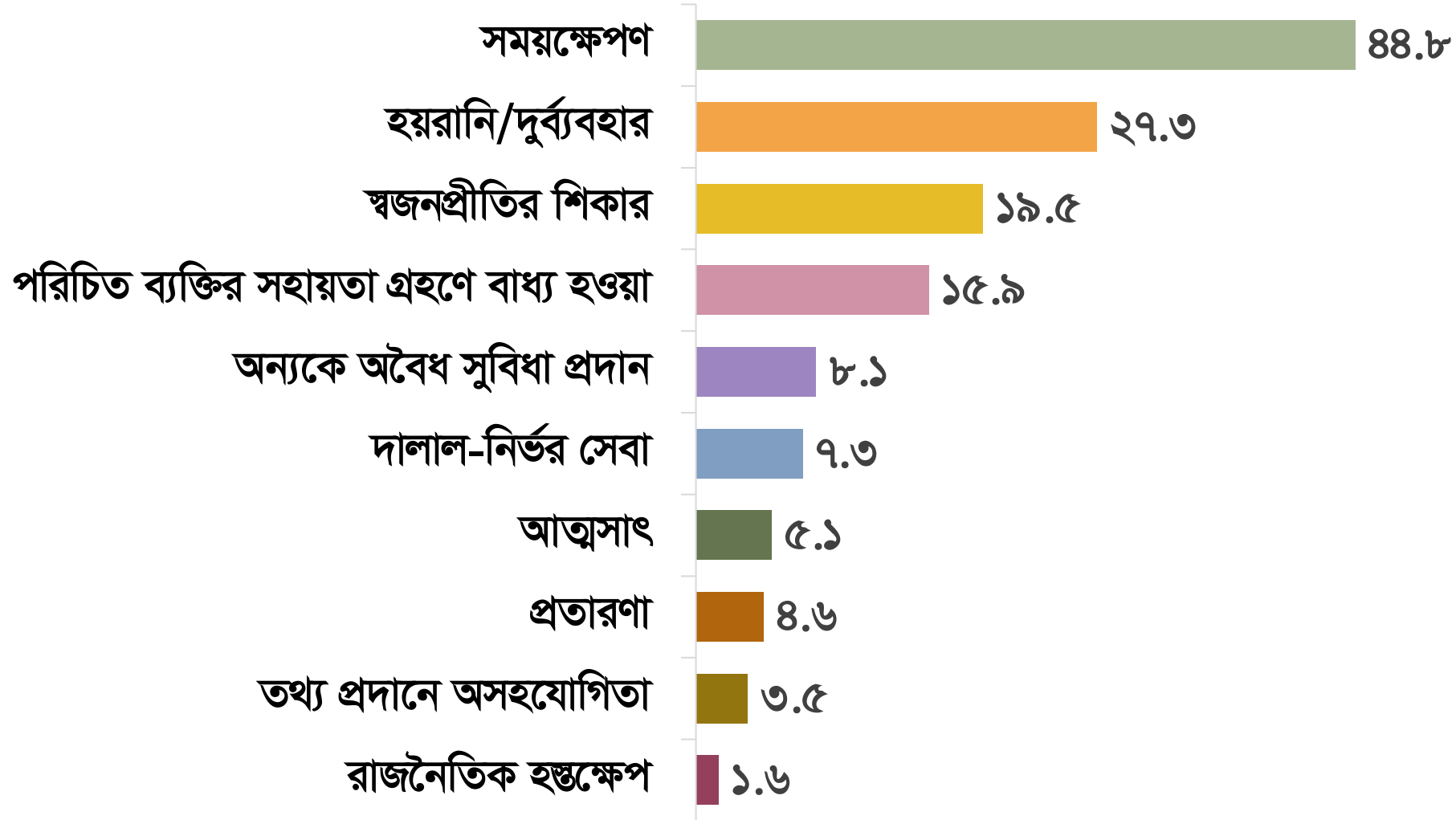


লিঙ্গভেদে খাতভিত্তিক দুর্নীতির শিকার সেবাপ্রার্থীতার হার (%)



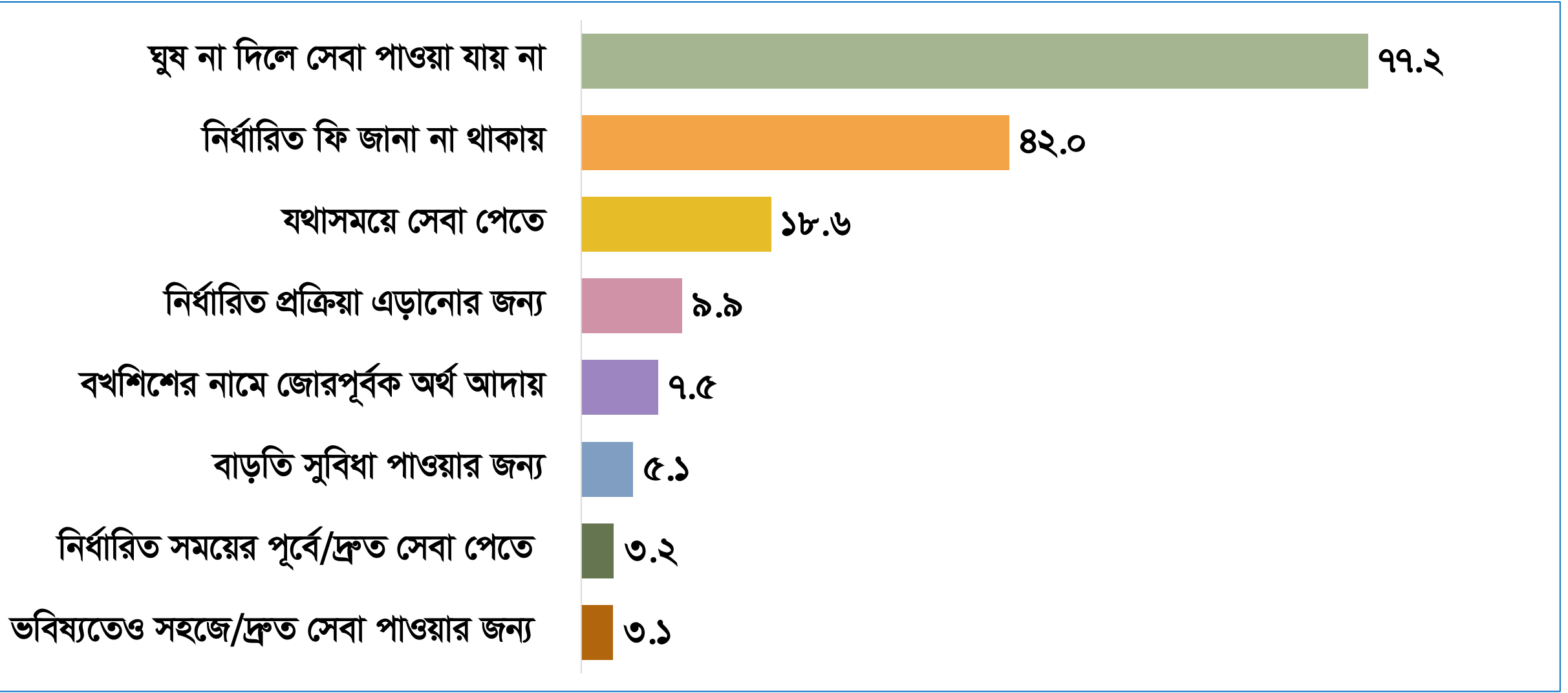
* 'Chi-square test' অনুযায়ী সার্বিকভাবে ও উপরোক্ত খাতগুলোতে নারী-পুরুষের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারে তারতম্য লক্ষ করা যায় ($p < 0.05$)

ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার* (%)



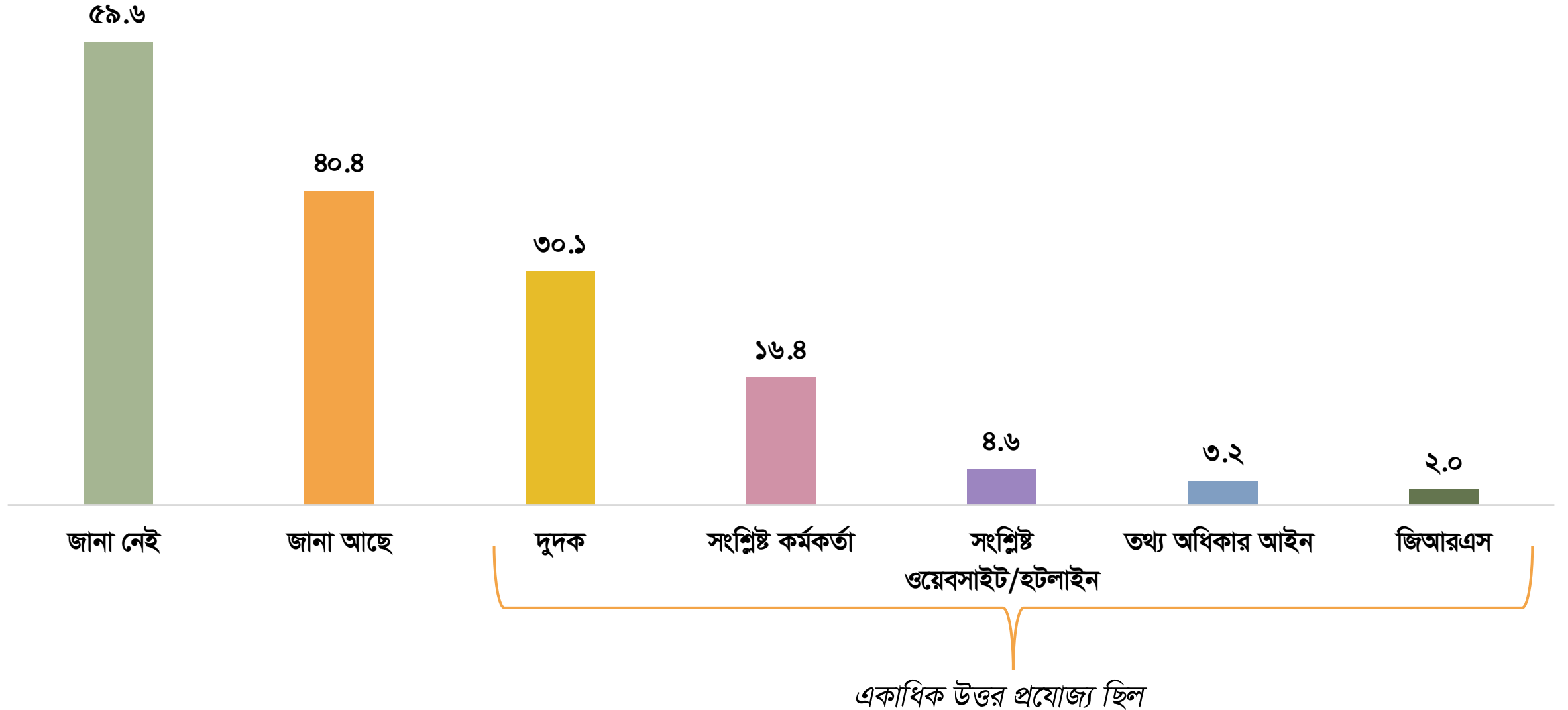
*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

ঘুষের শিকার হওয়া খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ* (%)



*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

দুর্নীতির অভিযোগ দায়েরের বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার হার (%)

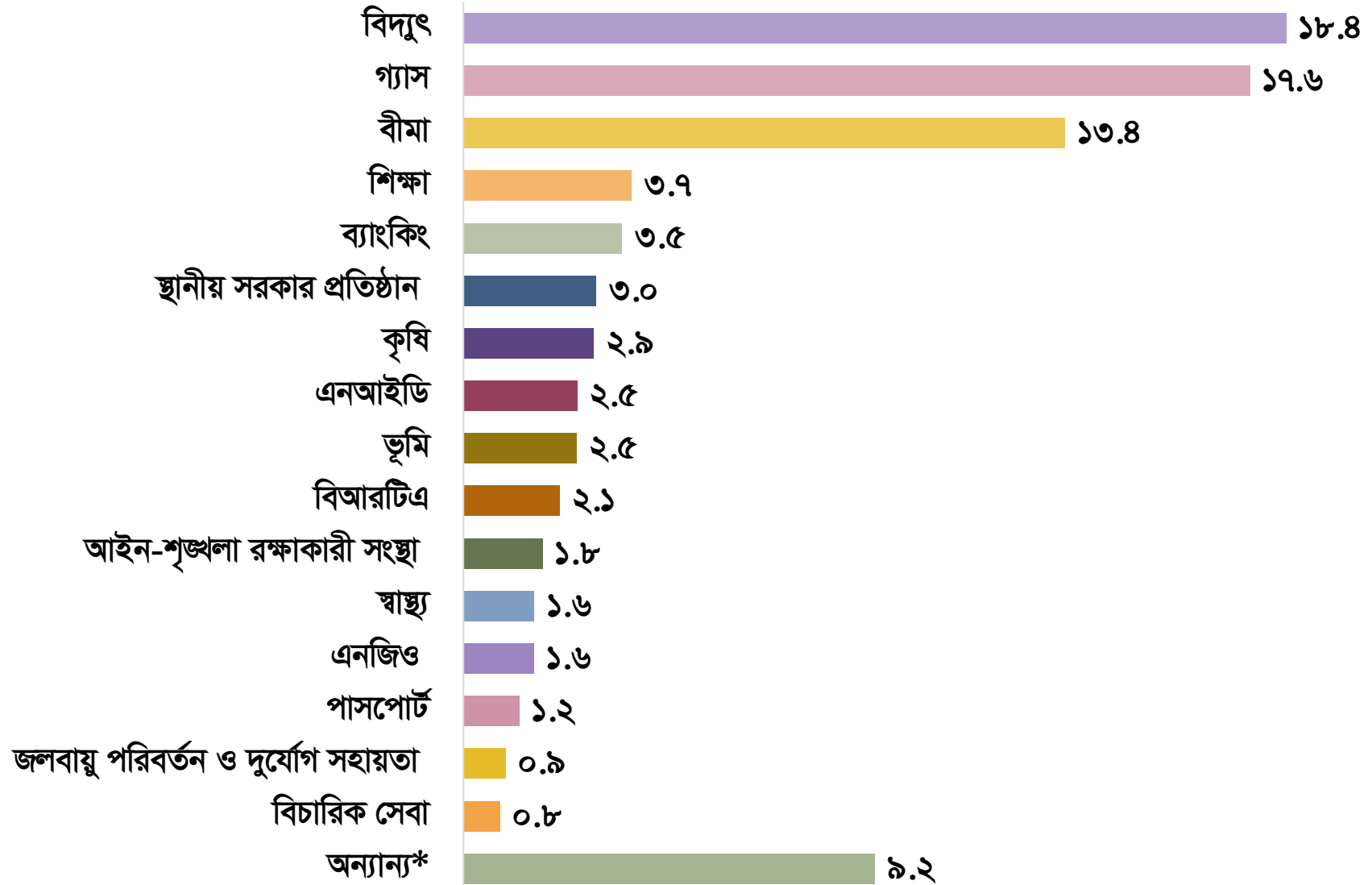


দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের করার হার (%)



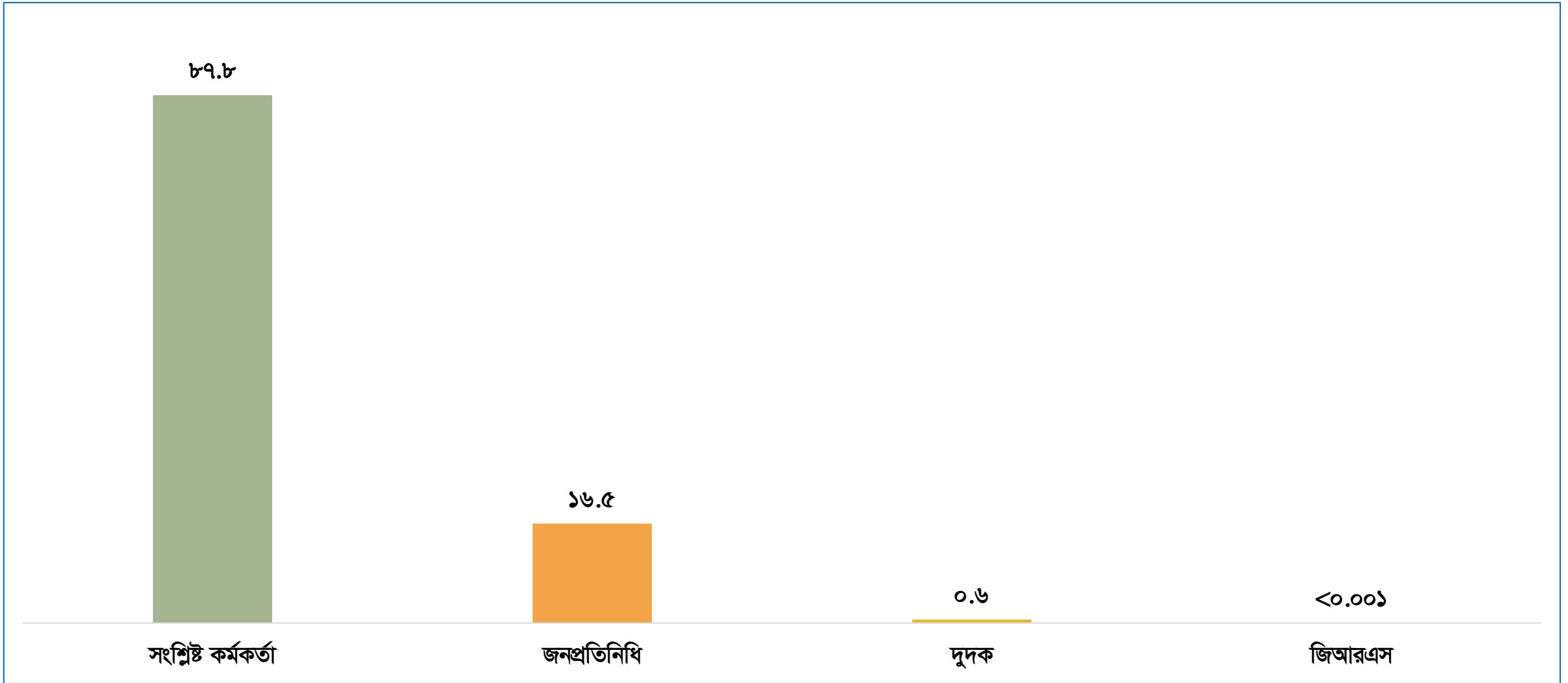
খাতভিত্তিক দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের করার হার (%)

২৮



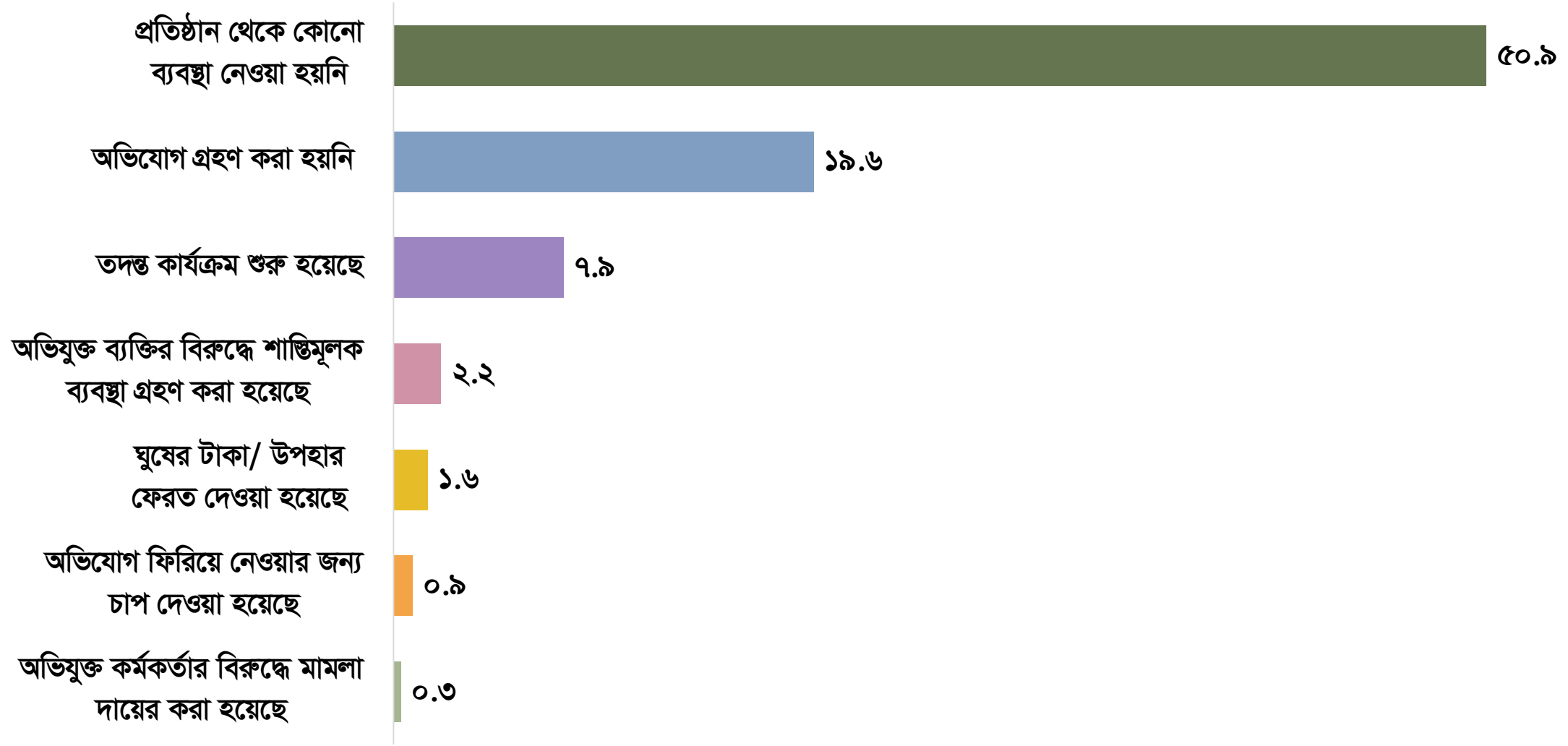
* এমএফএস, ওয়াসা, অনলাইন শপিং ইত্যাদি

দুর্নীতির শিকার হয়ে অভিযোগ দায়েরের মাধ্যম* (%)



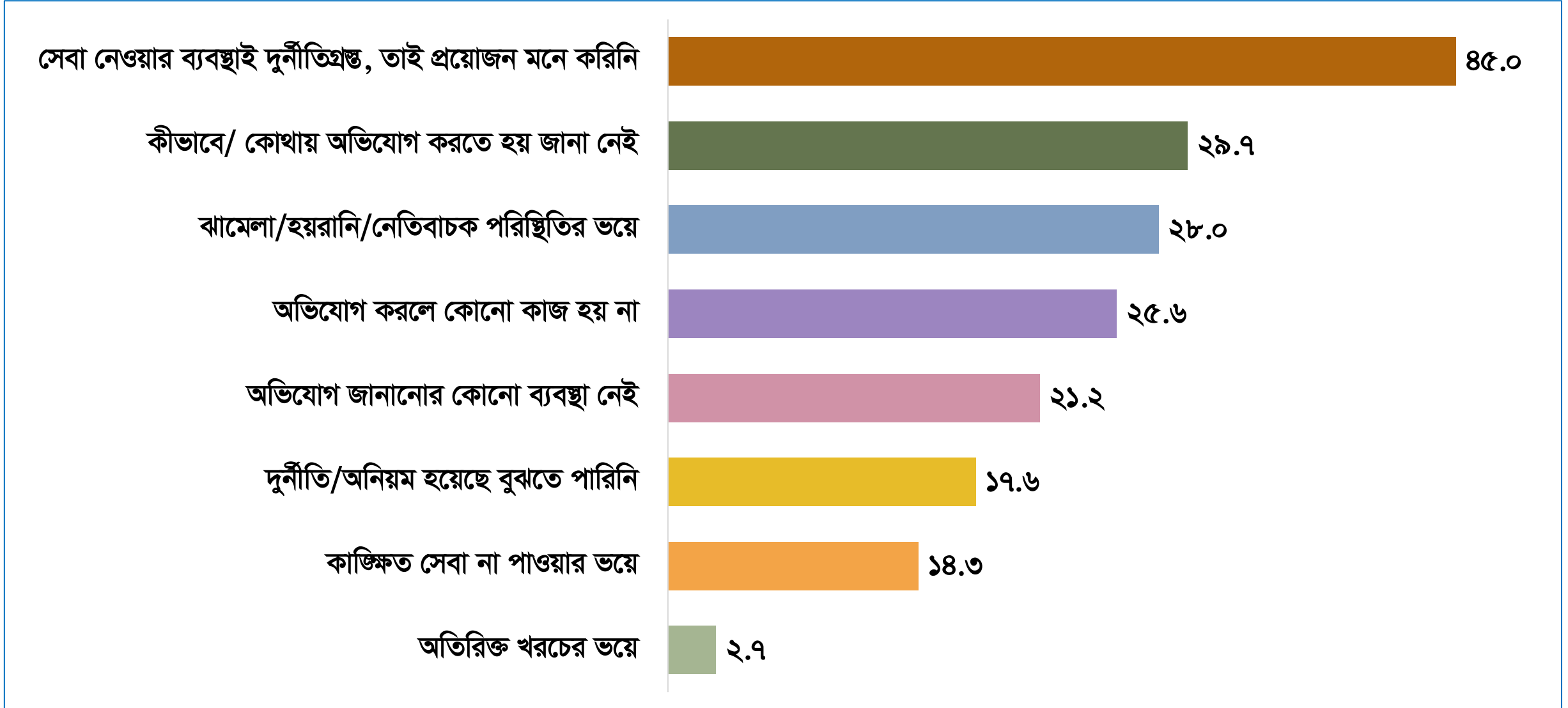
*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ* (%)



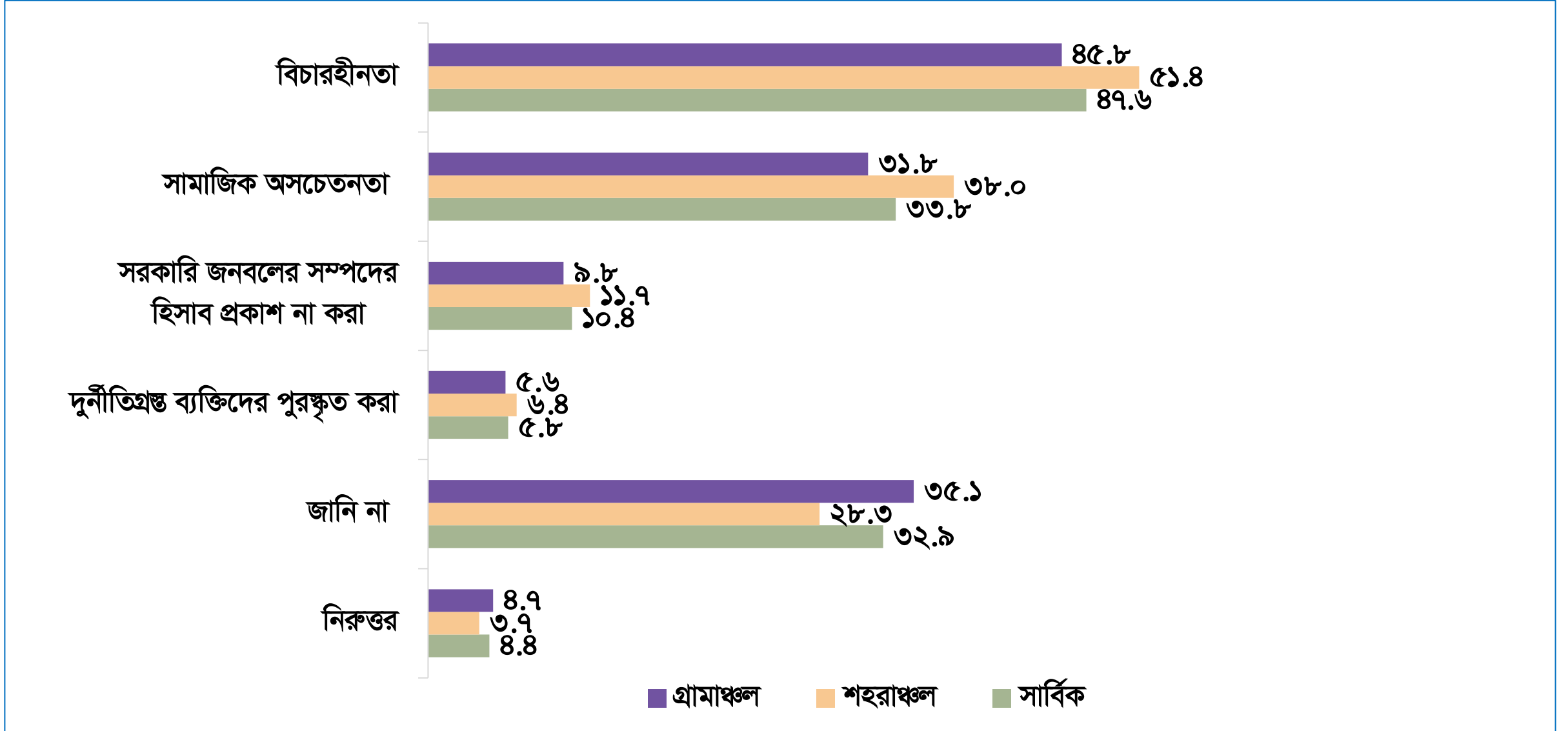
*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

দুর্নীতির শিকার হয়েও অভিযোগ না করার কারণ* (%)



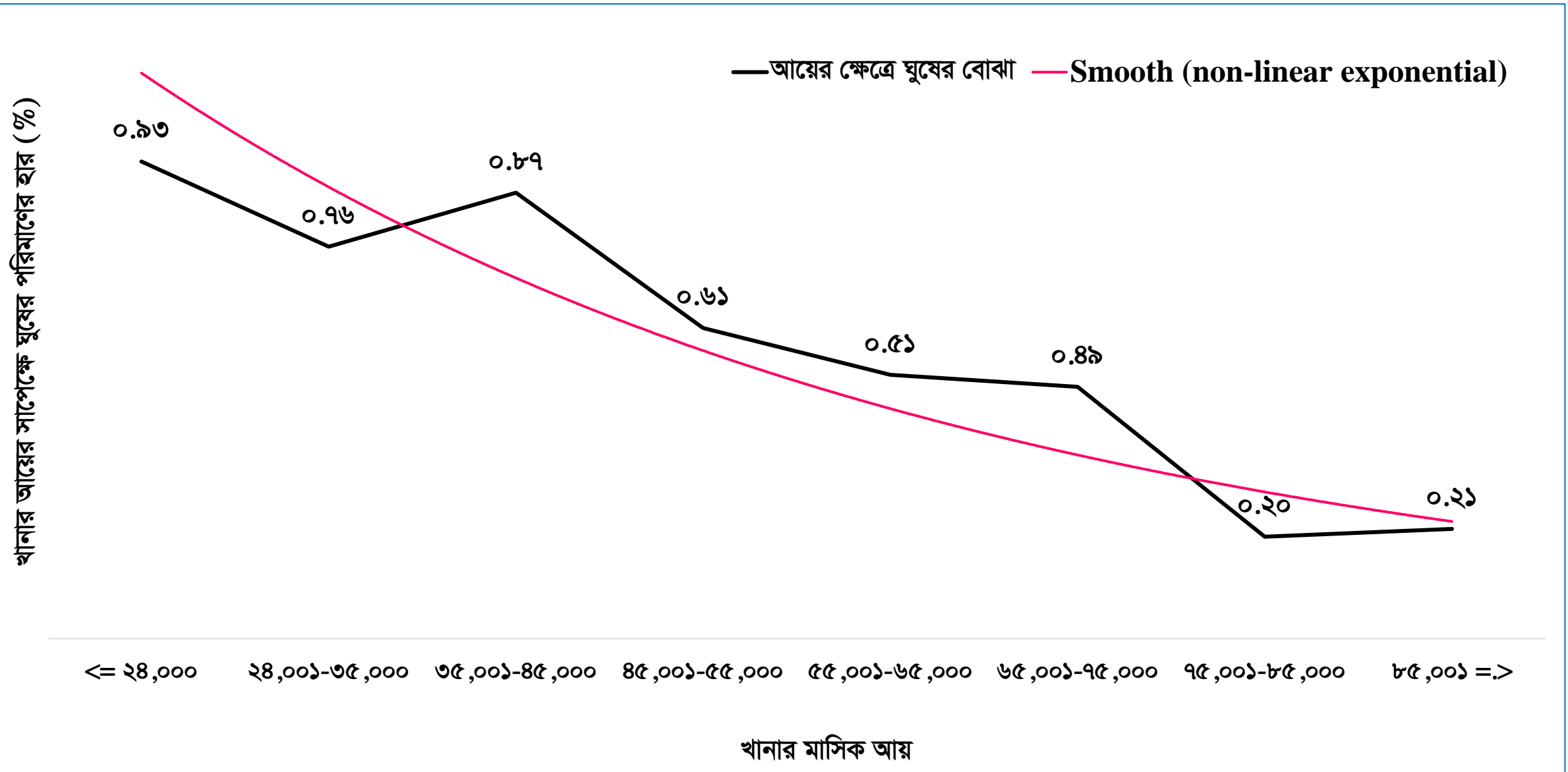
*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

উত্তরদাতাদের মতে দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার কারণ* (%)



*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

খানার আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা



২০২৩ সালে জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ (টাকা)

৩৪

খাত	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত* মোট ঘুষ ২০২৩ (কোটি টাকা)
সকল সেবাখাত	১০,৯০২.৩
ভূমি	২,৫১৩.০
বিচারিক সেবা	২,৩৫৭.৬
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	১,৫৭০.০
পাসপোর্ট	১,৩৫০.৮
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৮৪০.৯
বিআরটিএ	৬৭৫.১
বিদ্যুৎ	৩০৯.৬
স্বাস্থ্য (সরকারি)	২৩৫.১
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	২১৩.৯
ব্যাংকিং	১২৮.৭
কৃষি	৭৬.৮
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	২৯.৯
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	২৩.৩
অন্যান্য (গ্যাস, বীমা, কর ও শুল্ক, এমএফএস, এনআইডি)	৫৭৮.৮

- জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষ/নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ১০,৯০২.৩ কোটি টাকা
- জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি'র ০.২২% এবং জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ১.৪৩%
- ২০০৯-২০২৪ (এপ্রিল) পর্যন্ত সেবাখাতে আদায়কৃত প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ১,৪৬,২৫২ কোটি টাকা

দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য খানার মতামত*

৩৫

মতামত	হার (%)
অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	৫৪.৫
তদারকি জোরদার করা	২২.১
দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন	২১.০
অভিযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানানো এবং কার্যকর করা	১৪.০
সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকাশ করা	৬.৮
নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন	৩.৫
নিরন্তর	৫.৩

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- খানা জরিপ ২০২৩-এ সার্বিকভাবে দুর্নীতির শিকার ৭০.৯% খানা এবং ঘুষের শিকার ৫০.৮% খানা; সর্বোচ্চ দুর্নীতি ও ঘুষের হার পাসপোর্ট, বিআরটিএ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায়
- খানা জরিপ ২০২৩-এ সার্বিকভাবে খানাগুলো গড়ে ৫,৬৮০ টাকা ঘুষ/নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে; গড় ঘুষের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বিচারিক সেবা, ভূমি সেবা ও ব্যাংকিং খাতে
- খানা জরিপ ২০২৩-এ জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার ৯০২ কোটি টাকা, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ১.৪৩ শতাংশ এবং বাংলাদেশের জিডিপি'র ০.২২ শতাংশ
- টিআইবির খানা জরিপের তথ্য অনুযায়ী ২০০৯ থেকে ২০২৪ (এপ্রিল) পর্যন্ত সেবাখাতে জাতীয় পর্যায়ে মোট ঘুষের ন্যূনতম প্রাক্কলিত পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৫২ কোটি টাকা
- বিচারিক সেবা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় দুর্নীতি ও ঘুষের উচ্চ হার অব্যাহত, যা সাধারণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বড় বাধা; অন্যদিকে ভূমি সেবা, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং বিআরটিএ'র মতো সেবায় উচ্চ দুর্নীতি ও ঘুষ বিদ্যমান, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ সেবা প্রাপ্তির অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করছে

- আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় না, তবে জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় -
 - ঘুষের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খানার শিকার হওয়ার হার শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি (৫২.৪ শতাংশ বনাম ৪৭.৪ শতাংশ) হলেও ঘুষের শিকার হওয়া গ্রামাঞ্চলের খানার তুলনায় শহরাঞ্চলের খানাগুলোকে বেশি পরিমাণে ঘুষ দিতে হয়েছে (৫,০৯০ টাকা বনাম ৭,০৮৬ টাকা)
 - সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানা তাদের বার্ষিক আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়, যা নিম্ন আয়ের খানার ওপর অতিরিক্ত বোঝার সৃষ্টি করছে
 - নারী, আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার অর্থ তাদের সীমিত আর্থ-সামাজিক সক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত বোঝা বিদ্যমান যা তাদের প্রান্তিকতা আরও বৃদ্ধি করছে
 - পুরুষ সেবাহীতার তুলনায় নারী সেবাহীতাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি দুর্নীতির শিকার হওয়ার ফলে এসব খাতে নারীদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে

- বিভিন্ন খাতে ডিজিটাল সেবার প্রচলন করা হলেও এসব খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের হার থেকে বোঝা যায়, একদিকে ডিজিটাল সেবা ক্রটিপূর্ণ এবং অন্যদিকে ডিজিটালাইজেশন এমনভাবে করা হয়েছে যেন সেবাগ্রহীতাকে মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় এবং সেবাগ্রহীতা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ দুর্নীতি ও ঘুষের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে
- জরিপে দুর্নীতির কারণ হিসেবে বেশিরভাগ উত্তরদাতা বিচারহীনতা, সামাজিক অসচেতনতা ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করাকে চিহ্নিত করেছেন; এছাড়া ঘুষ দিতে বাধ্য হওয়া খানার ৭৭.২ শতাংশের ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে ‘ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না’ বলেছে, যা ঘুষ আদায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অব্যাহত থাকার প্রমাণ
- অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি/ব্যবস্থা সম্পর্কে ৫৯.৬% খানার কোনো ধারণা নেই, অন্যদিকে যারা অভিযোগ করেছেন তাদের মধ্যে ০.৬% দুদক এবং একেবারেই নগণ্য সংখ্যক খানা (<০.০০১%) জিআরএস এর মাধ্যমে করেছেন; এছাড়া যারা অভিযোগ করেছে তাদের প্রায় ৫০% ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং প্রায় ২০% ক্ষেত্রে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি, যা দুর্নীতির প্রতিকারে প্রবল অনীহা ও অব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে
- দুর্নীতির শিকার খানার ৪৫ শতাংশ খানা উল্লেখ করেন, ‘সেবা নেওয়ার ব্যবস্থাই দুর্নীতিগ্রস্ত, তাই প্রয়োজন মনে করিনি’ - যা দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের দুর্বলতাকে প্রমাণ করে

১. সেবাখাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে; এক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে
২. সেবা পুরোপুরি ডিজিটাইজ করতে হবে যেন সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রয়োজন না হয় এবং অনলাইনে সেবাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে যথাযথ প্রচারণা চালাতে হবে। সব খাতের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিস চালু করতে হবে এবং তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে
৩. সেবাদানকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সেবাদাতার জন্য যুগোপযোগী আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে যেখানে কোনো সেবা কীভাবে ও কত সময়ের মধ্যে দিতে হবে, সেবাগ্রহীতার সাথে কী আচরণ করতে হবে ইত্যাদি উল্লেখ করা থাকবে; প্রত্যেক সেবা গ্রহণের পর সেবাদাতার মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যা সেবাদাতার কার্যকরতা মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে
৪. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মেধা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি, পদায়নের ব্যবস্থা করতে হবে; অপরদিকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পদোন্নতি, পদায়ন ও পুরস্কার দেওয়া বন্ধ করতে হবে
৫. সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সনদে সেবার মূল্য ও সেবা প্রাপ্তির সময় সম্পর্কিত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং তা দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কার্যকর করতে হবে, যেখানে সেবাগ্রহীতার সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে

৬. যেসব খাতে জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের কারণে সেবাদান ব্যাহত হয় সেসব খাতে বিদ্যমান ঘাটতি দূর করতে হবে; কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
৭. সেবাখাতে গ্রাহক হয়রানি বন্ধ এবং অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে -
 - 'গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম (জিআরএস)' সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা করতে হবে
 - সংশ্লিষ্ট সকল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করতে হবে; পাশাপাশি এসএমএস, ইমেইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে
 - অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে; অভিযোগগুলো নিয়মিত পর্যালোচনা করে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
 - সেবাহ্রীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য জমাকৃত অভিযোগ নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ ও ফলাফল সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে/নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে
 - সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানি ও সামাজিক নিরীক্ষার মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে

৮. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদ বিবরণী বার্ষিক ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে হালনাগাদ করে জমা দিতে হবে; দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী সম্পর্কে কোনো অভিযোগ আসলে বা দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে কোনো প্রকার অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তা যাচাই পূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৯. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে

ধন্যবাদ

নাম	প্রতিষ্ঠান
নিয়াজ আহমেদ খান	অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ ও উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সেকান্দার হায়াত খান	প্রাক্তন অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পিকে. মো. মতিউর রহমান	প্রাক্তন অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোহাম্মদ শোয়ায়েব	প্রাক্তন অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন	অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এ. কে. এনামুল হক	অর্থনীতিবিদ ও সদস্য, ইকোনোমিক রিসার্চ গ্রুপ

- ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ছয়টি খানা জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩ এই ছয়টি বছরের জরিপ থেকে প্রাপ্ত মোট ঘুষের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে মধ্যবর্তী বছরগুলোর ঘুষের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে।
- “পাইথন” সফটওয়্যারের “পান্ডাস” লাইব্রেরি ব্যবহার করে লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন (Liner Interpolation) পদ্ধতি অনুসরণ করে এই সময়কালের প্রদত্ত মোট ঘুষের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে।